

**একাদশ শ্রেণীতে
 ভর্তির মনোনীতদের
 তালিকা প্রকাশ**

নিম্ন বার্তা পরিবেশক

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। নব্বোক্ত আনুষ্ঠানের সময় পাওয়ার পর গতকাল এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। একই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে আর কোন বাধা নেই। নব্বোত্রী কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তানসিমা বেগম গতকাল সংবাদকে বলেন, ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে ভর্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও ফলাফল পাওয়া যাবে। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, আদালত যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রমে বাধা আটায় ফল প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি জানান, যেসব কলেজে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে তাদের ভর্তি পৃষ্ঠা: ১৫ ও ৮

ভর্তি : একাদশ শ্রেণীতে
 (১ম পৃষ্ঠার পর)

তালিকা বোর্ড থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। আর যারা অনলাইনে ভর্তি করবে না তারা কলেজের নেটিন বোর্ডে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করেছে। গতকাল সকালে নব্বোত্রী কলেজের প্রধান বিচারপতির এক আদেশ বলা হয়, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ৫পন হাইকোর্ট যে দুটি আদেশ দিয়েছেন, তা কেবল নটর ডেম কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরপর নব্বোত্রী মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, এসএসসির জিপিএর ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির বাধ্যবাধকতা রেখে গত ১৬ মে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু নটর ডেম কলেজ কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার আবেদন জানালে হাইকোর্ট গত ২ জুন এক আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার কার্যপরিমিতা চয় মাসের জন্য স্থগিত করে।

পাশাপাশি এই নীতিমালা কেনে বেসাইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে একটি রুলও জারি করে বিচারপতি এম মোয়াজ্জাম হোসেন ও বিচারপতি মো. হাফিজুল গনিও বেঞ্চ। ফলে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা গত সোমবার প্রকাশের কথা থাকলেও উক্ত আদালতের এই নির্দেশনের কারণে তা স্থগিত রাখা হয়।

এরপর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হাইকোর্টের এই আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করলে চেম্বার বিচারপতি গত ৫ জুন বিঘটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চ পাঠিয়ে দেন। গতকাল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বিঘটির সেনি করে হাইকোর্টের আদেশ সংশোধন করে দেয়।

প্রসঙ্গত, গত ৯ মে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এবার ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।